ইনোভেশন পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মূল্যায়নের তারিখঃ ২৩ জুলাই,২০১৯ ইং
মূল্যায়নের মাধ্যমঃ মাসিক ইনোভেশন সভায় মূল্যায়িত
মূল্যায়নের উদ্যোগ সংখ্যাঃ ২টি

প্রাণিসম্পদ খাত

১। **ইনোভেশন শিরোনামঃ** বাণিজ্যিক ভিত্তিক দেশী মুরগীর (অরগানিক) খামার (স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি)।

২। উদ্ভাবকঃ

ডা: মো: রায়হান পিএএ
পদবী: ভেটেরিনারি সার্জন
মোবাইল নং ০১৭১৭৬২৮৯৮৭
ইমেইলঃ dr.rayhan1998@gmail.com
কর্মস্থলঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, শেরপুর, বগুড়া

৩। পাইলটিং এলাকাঃ উপজেলাঃ শেরপুর, জেলাঃ বগুড়া।

৪। সমস্যার ফ্লো-চার্টঃ

সেবার সমস্যা	সমস্যার কারণ	সেবা গ্রহিতা বা জনগণের ভোগান্তি
• দিন দিন হারিয়ে যাওয়া দেশী মুরগীর (Extinct) জাত সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকীকরণে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়া; • এএমআর/এন্টিবায়োটিক স্টেরয়েড মুক্ত নিরাপদ মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও পারিবারি পুষ্টি সহজ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা; • মুরগির প্যারেন্ট স্টক উৎপাদনে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা; • পরিবেশ সুরক্ষা (সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের অভাব; • সেবার মান উন্নয়ন ও সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের দুর্বলতা; • কর্মসংস্থান,দারিদ্রতা ও অনগ্রসর কর্মহীন নারী; • বাজারজাতকরণে মধ্যসত্বভোগীদের হস্তক্ষেপ	• প্রাণিসম্পদের সেবা প্রদানে অপ্রতুল জনবল; • উদ্বুদ্ধকরণ,সচেতনতার বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের অভাব; • আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কারিগরি জ্ঞানের অভাব; • দেশি মুরগির বাণিজ্যিকরণ কৌশল সম্পর্কে দুর্বল ধারণা;	• সেবা প্রাপ্তিতে সময়, খরচ, যাতায়াতের ভোগান্তি; • মাত্রাতিক্ত মুরগির মৃত্যুর হার; • অধিক উৎপাদন খরচ; • দুর্বল জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা; • মধ্যসত্বভোগীদের হস্তক্ষেপ;

৫। সমস্যা সম্পর্কিত বিবৃতিঃ

- দিন দিন হারিয়ে যাওয়া দেশী মুরগীর (Extinct) জাত সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকী করণে বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়া;
- এএমআর/এন্টিবায়োটিক স্টেরয়েড মুক্ত নিরাপদ মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ সহজ প্রাপ্তি অনিশ্চয়তা যা জনস্বাস্থ্য হুমকির স্বরূপ;
- মুরগির প্যারেন্ট স্টক উৎপাদনে বৈদেশিক নির্ভরশীলতা;
- পরিবেশ সুরক্ষা (সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের অভাব;
- জনবলের অপ্রতুলতায় গুনগত সেবা ও সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণের দুর্বলতা;
- অধিক জনবহুল দেশে কম বিনিয়োগের কর্মসংস্থান,দারিদ্রতা ও অনগ্রসর কর্মহীন নারীদের স্বাবলম্বীতার অভাব;

৬। সমাধান পদ্ধতিঃ

সৃজনশীল কৌশল/পদ্ধতি

প্রাথমিক উদ্যোক্তা তৈরী: শিক্ষিত কর্মহীন যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ (উঠোন বৈঠক,উদ্যোক্তা সমাবেশ) ও সংগঠিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, খামার স্থাপন ও পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান।

সম্প্রসারণ:

(ক) খামারীদের অভাবনীয় সাফল্যের গল্প ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভিডিও/ডকুমেন্টারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম,ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচার।
(খ) এছাড়াও অব্যাহত ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে দিন দিন উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করণ।
(গ) সারাদেশের আগ্রহী তরুণ-তরুণীদের ছুটির দিনে (শুক্রবার/শনিবার) হাতে কলমে প্রশিক্ষণ চালু করণ।
(ঘ) বিভিন্ন গণমাধ্যমে উদ্যোগটির ইতিবাচক প্রচার।

স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি সংগঠন ও বর্তমানে কার্যকরি পদক্ষেপ সমুহ:

স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি উদ্যোক্তা পাঠশালা: এর মাধ্যমে নিরক্ষর মানুষদের স্বাক্ষরতার জ্ঞান প্রদানসহ দেশী মুরগির বাণিজ্যিক চাষে দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী ও তাদের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা খামারীদের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান।

স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি পরামর্শ কেন্দ্র:
খামারীদের কমিউনিটি ভিত্তিক পরামর্শ কেন্দ্রে ও খামারে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুরগি ও খামারের সমস্যা সরাসরি ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান এবং প্রতিমাসে পাক্ষিক ভাবে সামাজিক অবক্ষয় থেকে সচেতনতামূলক আলোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সেবা প্রাপ্তিতে সময়, খরচ, যাতায়াতের ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে।

স্বপ্ন বন্ধু : প্রাণিসম্পদের মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, টিকা প্রদান, কৃমি নাশক প্রয়োগ,তথ্য প্রদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি হ্যাচারী : দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে **স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি** সংগঠনের সদস্যদের ম্যধ্যমে দেশীয় মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন ও সংগঠনের সদস্যদের মাঝে সরবরাহ করা হয়।

স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি বায়োগ্যাস প্লান্ট : স্বল্প খরচে **স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি** সংগঠনের সদস্যরা এককভাবে/ কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস স্থাপন করার মাধ্যমে খামারের সঠিক বর্জ্যব্যবস্থাপনায় বায়োগ্যাস ও জৈব সারের সরবরাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি খাবার উৎপাদন ও অরগানিক খাবার সরবরাহ : সম্পূর্ণ এন্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড মুক্ত খাবারের গুনগতমান সঠিক রেখে নিরাপদ মুরগীর দানাদার খাদ্য উৎপাদন ও অরগানিক (শাকসবজি, সজনে পাতা ইত্যাদি) খাবার মুরগিকে সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন করা হচ্ছে যা জনস্বাস্থ্য বান্ধব।

স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি দেশী মুরগির মাংসের Outlet: সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্মতভাবে (Hygienic) দেশী মুরগি,ডিম/(ড্রেসড) মাংস সঠিক মূল্যে ভোক্তাদের মাঝে বিক্রয়।

স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি ব্যবসায়ী সমন্বয়ক: উদ্যোক্তা/খামারীদের দ্বারাই উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত মধ্যসত্বভোগীর দৌড়াত্বমুক্ত বাজার শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৭। নতুন প্রাকটিস কি? (স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি) ''বাণিজ্যিক ভিত্তিক দেশী মুরগির (অরগানিক) খামার এ্যাসোসিয়েশন সৃষ্টি, উদ্যোক্তা পাঠশালা, পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা, দক্ষতাবৃদ্ধি, জীবনিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে এএমআর/ এন্টিবায়োটিক স্টেরয়েড মুক্ত নিরাপদ মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন,সরবরাহ বৃদ্ধি ও সেবা সহজীকরণে দেশি মুরগির বাণিজ্যিকরণের ফলে চাকুরীর বিকল্প আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,দারিদ্র নির্মুল,নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে।

৮। নতুন প্রাকটিস চালু করার জন্য গ্রহীত পদক্ষেপসমূহঃ

অতিরিক্ত জনবল সংযোজন ব্যতিত (উদ্যোক্তা/খামারীদের দ্বারা এবং উদ্যোক্তা/খামারীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত)

- স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি উদ্যোক্তা পাঠশালা;
- স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি পরামর্শ কেন্দ্র, স্বপ্ন বন্ধু;
- স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি হ্যাচারী;
- স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি বায়োগ্যাস প্লান্ট;

- স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি খাবার উৎপাদন ও অরগানিক খাবার সরবরাহ;
- স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি দেশী মুরগির মাংসের Outlet;
- স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি ব্যবসায়ী সমন্বয়ক;

৯। সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ

উদ্যোগটির প্রভাব/ফলাফল :

১. বর্তমানে দশ হাজার পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্যোগটির সুফল ভোগ করছে।
২. ইতোমধ্যেই বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় **সাতশতটি** এবং দেশের অন্যান্য জেলায় প্রায় **দুইশতটি স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি** বাণিজ্যিক ভিত্তিক দেশী মুরগীর (অরগানিক)/সম্পূর্ণ এন্টিবায়োটিক স্টেরয়েড মুক্ত খামার স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের নতুন খাত তৈরী ও নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩. **স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি** উদ্যোক্তা পাঠশালার মাধ্যমে সংগঠনের নিজস্ব প্রশিক্ষক, পরামর্শক ও পরামর্শ কেন্দ্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাধারণ খামারীদের সময়,ভিজিট,অর্থ খরচ কমিয়ে গুনগত সেবার মান নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৪. প্রায় ৩০০ জন নারীদের প্রত্যক্ষ আর্থিক সাবলম্বীতা অর্জন হচ্ছে।

১০। টিসিভিএস

	পুর্বে	**বর্তমান**
সময়	৫-৬ মাস	১.৫-২ মাস
খরচ	৪০০০০-৫০০০০	১০০০০-১২০০০
যাতায়াত	৩-৫	১
সাস্টেনাবিলিটি	২০%	৯০%

১১। শিক্ষণীয়ঃ

উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নেলিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন সম্ভবপর হচ্ছে।

- দেশী মুরগীর (Extinct) জাত সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকীকরণ;
- নিরাপদ প্রাণিজ (অর্গানিক) / (এন্টিবায়োটিক স্টেরয়েড মুক্ত) আমিষের সহজপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
- পরিবেশ সুরক্ষা (সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা);
- সেবার মান উন্নয়ন ও সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণ;
- যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতার মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধি,দারিদ্র নির্মুল,কর্মসংস্থান সৃষ্টি,নারীর ক্ষমতায়ন মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয় হ্রাস পাচ্ছে;

১২। অন্যান্য/বিবিধঃ

ইতোমধ্যেই **স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি ''বাণিজ্যিক ভিত্তিক দেশী মুরগীর (অরগানিক) খামার''** মডেলটি জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছে এবং সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সরেজমিনে অফিসীয়ালি পরিদর্শন করেছেন।

১৩। স্বীকৃতি সমূহঃ

- জাতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিগত শ্রেণিতে জনপ্রশাসন পদক ২০১৯ অর্জন;
- মুজিববর্ষের বিশেষ উদ্যোগ বগুড়া জেলা ও রাজশাহী বিভাগে মডেলটি সম্প্রসারণ;
- ১ম স্থান অর্জন (রেপিকেশন ক্যাটাগরিতে), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯ রাজশাহী;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সমন্বয় ও সংস্কার) ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক **স্বপ্ন ছোঁয়ার সিঁড়ি** বাণিজ্যিক ভিত্তিক দেশী মুরগীর (অরগানিক) খামার শেরপুর,বগুড়া মডেলটি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ মডেল, প্রাণি সম্পদ বিভাগ, রাজশাহী ২০১৯;
- শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী প্রকল্প, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়ার ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯;

১৪। পরিদর্শনঃ

- বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ হাবিবর রহমান,মাননীয় জাতীয় সংসদ, বগুড়া-৫।
- জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
- জনাব মোঃ নুর-উর রহমান পিএএ, সচিব, আইসিটি মন্ত্রণালয়।
- জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা, অরিতিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- জনাব দিনারুল ইসলাম, অরিতিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ডাঃ হিরেশ রঞ্জন ভৌমিক, মহাপরিচালক (প্রাক্তন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- জনাব মোঃ ফয়েজ আহাম্মদ, জেলা প্রশাসক, বগুড়া।
- বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ মজিবর রহমান মজনু, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শেরপুর, বগুড়া।
- জনাব ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- জনাব কল্যাণ কুমার মজুমদার, উপপরিচালক (প্রাক্তন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ।
- জনাব ডাঃ মোঃ নাসির উদ্দিন, উপপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগ।
- জনাব ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম তালুকদার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, বগুড়া।
- জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সেখ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর, বগুড়া।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বগুড়ার সকল পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দ।
- ৬৯তম ও ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের কর্মকর্তাদের মাঠ সংযুক্তি।
- দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলা থেকে উদ্যোক্তা ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের পরিদর্শন।

১৫। চ্যালেঞ্জঃ

- খাবারের মূল্য বৃদ্ধি
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১৬। রেপ্লিকেশন যোগ্য কিনাঃ

- রেপ্লিকেশন যোগ্য।
- ইতিমধ্যে ১৫টি জেলায় ৩০টি উপজেলায় রেপ্লিকেশন হয়েছে।
- এই বছরে (২০১৯-২০২০) আরও ১৯ উপজেলায় রেপ্লিকেশন করার কার্যক্রম চলমান আছে।

১৭। মূল্যায়ন ও সুপারিশ

উদ্যোগটির মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া দেশী মুরগীর (Extinct) জাত সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যিকী করণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইহা রেপ্লিকেশন করা হয়েছে, এছাড়া বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ-তরুণীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভেটেরিনারি সার্জন, শেরপুর, বগুড়ার নিকট থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ নিয়ে খামার স্থাপন করে সফলতা অর্জন করেছেন। সময়োপযোগী এ উদ্যোগটি জনস্বার্থে টেকসই উন্নয়নে ও আত্মকর্মসংস্থানে বিকল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ফলে মডেল হিসাবে উদ্যোগটি সারাদেশ ব্যাপি সম্প্রসারণ / রেপ্লিকেশন ও স্কেল-আপ করতে পারে।

মৎস্য খাত

১। ইনোভেশন শিরোনামঃ অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস্ এবং ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদান

২। উদ্ভাবকঃ

মো: সামছু উদ্দিন
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
মোবাইলঃ ০১৭২৮-২৫৫২১৫
ইমেইলঃ shamsuddin.nstu@gmail.com

৩। পাইলটিং এলাকাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৪। সমস্যার ফ্লো-চার্টঃ

সেবার সমস্যা	সমস্যার কারণ	সেবা গ্রহিতা বা জনগণের ভোগান্তি
মৎস্য বিষয়ক সেবা প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা তথা তথা সেবা গ্রহিতাদের শ্রম, অর্থ এবং সময়ের অপচয় হয়।	উপজেলা/জেলা মৎস্য দপ্তরসমূহে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকবলের অভাব। অনেক মৎস্যচাষি জানেন না যে, কোথায় প্রকৃত মৎস্য বিষয়ক সেবা পাওয়া যায়।	সেবা গ্রহণকারীর শ্রম, অর্থ এবং সময়ের অপচয়

৫। সমস্যা সম্পর্কিত বিবৃতিঃ

বর্তমানে মৎস্যচাষিগণ মৎস্য বিষয়ক সেবা গ্রহণের জন্য উপজেলা/জেলা মৎস্য দপ্তরে গমন করতে হয়, যাতে মৎস্যচাষি তথা সেবা গ্রহিতাদের শ্রম, অর্থ এবং সময়ের অপচয় হয়। এছাড়া, দেখা যায় যে বিভিন্ন কারণে সংশ্লিষ্ট অফিসার জরুরি সভা / সেমিনার / ওয়ার্কশপে বাহিরে গেলে সেবা গ্রহীতা সেবা না পেয়ে ফিরে যায় যা সেবা গ্রহীতার জন্য ভোগান্তিকর।

৬। সমাধান পদ্ধতিঃ

- ✓ “মৎস্যচাষি স্কুল” নামক এন্ড্রয়েড অ্যাপটি প্লে-স্টোরে দেওয়া হয়েছে। মৎস্যচাষ বিষয়ক সকল বিষয়ই অ্যাপটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যা থেকে মৎস্যচাষিসহ সংশ্লিষ্টরা মৎস্য দপ্তরে গমন ব্যতিরেকেই মৎস্য বিষয়ক সেবা পাচ্ছেন।
- ✓ ইউটিউবে “অনলাইন স্কুল” নামে একটি চ্যানেল খুলে সেখানে মৎস্যচাষ সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করে সেগুলো আপলোড করা হয়েছে, যা থেকে মৎস্যচাষিসহ সংশ্লিষ্টরা মৎস্য দপ্তরে গমন ব্যতিরেকেই মৎস্য বিষয়ক সেবা পাচ্ছেন।

৭। নতুন প্রাকটিস কি?

৮। নতুন প্রাকটিস চালু করার জন্য গ্রহীত পদক্ষেপসমূহঃ

ক) প্রত্যেক ইউনিয়নে মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরকে নিয়ে সভার আয়োজন
খ) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হতে নিয়মিত চাষিদের মাঝে অ্যাপস্ বিতরণ করা হচ্ছে এবং ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
গ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সুফলভোগীদেরকে নতুন প্রাকটিস সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।

৯। সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ

গুগল প্লে-স্টোর থেকে "মৎস্যচাষি স্কুল" নামক এন্ড্রয়েড অ্যাপটি ৫০০০ বার ডাউনলোড করা হয়েছে। "অনলাইন স্কুল" নামক ইউটিউব চ্যানেলে ১৭৯০০ জন সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। ফলে, মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৩৯০০।

১০। টিসিভিএস

	পুর্বে	**বর্তমান**
সময়	১-৩ দিন	৫-৩০ মিনিট
খরচ	০-৫০০ টাকা	০-৫০ টাকা
যাতায়াত	১-৩ বার	০-১ বার
সাস্টেনাবিলিটি	১০০%	৬০%

১১। শিক্ষণীয়ঃ

- পেরেশানি থেকে নিষ্কৃতি
- কম জনবলের সম্পৃক্ততা
- কর্মঘন্টা হ্রাস ও অর্থ সাশ্রয়
- চাষিগনের বাসায় বসে সেবা প্রাপ্তি এবং সমস্যা সমাধান

১২। চ্যালেঞ্জঃ

- প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ
- প্রান্তিক পর্যায়ে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব
- দীর্ঘমেয়াদী সফটওয়্যারের সাপোর্ট ও রক্ষণাবেক্ষণ

১৩। রেপ্লিকেশন যোগ্য কিনাঃ

- রেপ্লিকেশন যোগ্য

১৪। মূল্যায়ন ও সুপারিশ

- উদ্যোগটি সরেজমিনে দেখার জন্য ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় উপজেলা মৎস্য অফিস পরিদর্শন করা হয়েহে এবং এলাকার কিছু সুফলভোগীর সাথে মতবিনিময় হয়েছে। আলোচনান্তে সুফলভোগীরা উদ্যোগটির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এতে তাঁদের সেবা গ্রহণ পদ্ধতি সহজ হয়েছে বলে জানান। এতে বোঝা যায়, সুফলভোগীরা সংশ্লিষ্ট মৎস্য অফিসে না গিয়েও ঘরে বসে কিছুটা হলেও সুবিধা পাচ্ছে।
- অ্যাপসটির তথ্যাদি নিয়মিত আপডেট রাখা প্রয়োজন এবং রেপ্লিকেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।